ইত্তেফাক

তারিখ ... 23.10.83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 4 ...

011

খোন্দকার আবদুল হামিদের ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বিশিষ্ট সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সাবেক মন্ত্রী খোন্দকার আবদুল হামিদ গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় হৃদরোগে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের হৃদরোগ ইনষ্টিটিউটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে......রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৬ বছর।

স্বাধীনতা-উত্তর বংলাদেশে 'স্পষ্টভাষী' নামে সত্তর দশকের বেশীর ভাগ সময় দৈনিক ইত্তেফাক-এর মঞ্চে-নেপথ্যে কলাম এবং পরে অন্যান্য পত্রিকায় লেখা কলাম-এর জন্য খোন্দকার আবদুল হামিদ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি হইতে শুরু করিয়া মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় আটত্রিশ বছর ধরিয়া তিনি সাংবাদিকতা করেন।

মৃত্যু সংবাদ পাইয়া খোন্দকার

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

আবদুল হামিদের ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

হামিদের শোকার্ত সহকর্মী সহযোগী সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনীতিক, সরকারের মন্ত্রী ও সাবেক মন্ত্রিগণের কয়েকজন, ভক্ত-অনুরাগিগণ হাসপাতালে ও তাঁহার বাসায় (১৫৪, পূর্ব রাজাবাজার) শেষ শ্রদ্ধা জানাইতে উপস্থিত হন।

আজ (রবিবার) সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে তাঁহার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হইবে। অতঃপর তাহার লাশ শেরপুর টাউনে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানকার পৌর পার্কে অপরাহ্ন নাগাদ পুনরায় জানাজা অনুষ্ঠানের পর পরই তাঁহার শেষ ইচ্ছা অনুসারে পারিবারিক বাসভবনের শিমূলতলায় দাফন করা হইবে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর রাত্রে তিনি প্রথমবারের মতো মারাত্মকভাবে হৃদরোগাক্রান্ত হইলে পরের দিন তাঁহাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়। দশদিন ইনটেনসিভ কেয়ার-এ থাকার পর তাঁহার অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়; কিন্তু ১০ অক্টোবর রাত্রি নাগাদ তাঁহার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং দ্বিতীয়বারের মতো হার্ট ষ্ট্রোক হয়, তাঁহার শরীরের বাম অর্ধাংশ অবশ হইয়া পড়ে এবং তিনি বাকশক্তি হারাইয়া ফেলেন।

২০ অক্টোবর রাত্রিতে তাঁহার অবস্থার আরও অবনতি ঘটে, তবে সংজ্ঞা হারান নাই। গতকালও তিনি অর্ধচেতন অবস্থায় হাত নাড়েন, ৬টা ১৫ মিনিটে তওবা পড়েন অর্ধচেতন অবস্থায়, ইহার পর পরই ৬টা ২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি পত্নী, একমাত্র পুত্র ও পাঁচ কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন।

সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে তাঁহাকে একুশে পদক দেওয়া হয়।

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপি মহাসচিব প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, দৈনিক দেশ এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ও সাবেকমন্ত্রী জনাব মাইদুল ইসলাম, লেবার পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল মতীন, ইত্তেহাদুল উম্মাহর নেতা মওলানা মীম ফজলুর রহমান, জাতীয় পল্লীমঙ্গল সমিতির আহ্বায়ক জনাব আজাদ সুলতান, বাংলাদেশ সীরাত মিশনের আহ্বায়ক শাহ আবদুস সাত্তার, লোক কল্যাণ সংস্থার সম্পাদক কাজী সালাহউদ্দিন পৃথক পৃথক শোকবার্তায় বিএনপির নিবেদিত প্রাণ নেতা, 'মুসলিম বাঙ্গালী চেতনার মূর্ত প্রতীক', ইসলামী ঐক্যের অকৃত্রিম বন্ধু, সাংবাদিক জগতের কীর্তিমান পুরুষ, মর্দে মুমিন হিসাবে মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

খোন্দকার আবদুল হামিদ ১৯১৮ সনে ১লা মার্চ শেরপুর টাউনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম খোন্দকার আবদুল লতিফ। ১৯৪০ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলা বিভাগে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। কলকাতায় দৈনিক ইত্তেহাদ-এ সহকারী সম্পাদক হিসাবে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি। ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত দৈনিক মিল্লাত-এর সম্পাদনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এক সময় তিনি দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৭৬ সনে লণ্ডন হইতে অন্য একজনের সহযোগিতায় 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ' প্রকাশ করেন। ১৯৭৩ সনে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক-এ স্পষ্টভাষী ছদ্মনামে 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলাম লেখা শুরু করেন। সিনিয়র লীডার রাইটার হিসাবে নিয়োজিত হন। ১৯৭৯ সনে সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক-এ তিনি একটানা কলাম লিখিয়াছেন। ১৯৫৩ সনে রাজনীতি শুরু করার পর ১৯৫৪ এবং ১৯৬৫ সনে দুইবার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৬ হইতে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৫৪ সনে তিনি ৯২-ক ধারার আমলে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে কারাবরণ করেন। ১৯৬৮ সনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় তদানীন্তন পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই বছরই এপ্রিল মাসে তিনি সরকারের যুব উন্নয়ন মন্ত্রী হন, পরে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। ১৯৮২ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয়বার মন্ত্রী হন। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হন। ইহার আগে কৃষি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি কিছুদিন দৈনিক দেশ-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। তিনি বহুদেশ সফর করেন।